দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 JUN 1987
পৃষ্ঠা

৪টি বোর্ডের প্রায় আড়াই লাখ পরীক্ষার্থী

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আজ থেকে শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আজ শনিবার থেকে সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। দেশের ৪টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৮শ' ৪৮জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। মোট ৫শ' ৪০টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি বোর্ড কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত করেছে।

ঢাকা বোর্ডের অধীনে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ৭৫ হাজার ২শ' ৭১ জন। এরমধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ২৭ হাজার ৭শ' ৫০ জন, কলা বিভাগে ৩৩ হাজার ৯শ' ৮০ জন, বাণিজ্য বিভাগে ১২ হাজার ২শ' ৭৫ জন,

(৭-এর পাতায় দেখুন)

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

(১ম পাতার পর)

কৃষি বিভাগে ৮শ' ৯৩ জন, গার্হস্থ অর্থনীতি বিভাগে ৩শ' ৩৩ জন এবং সংগীত বিভাগে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ঢাকা বোর্ডের অধীন দেশে ১শ' ৪৩টি ও বিদেশে ৮টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা নেয়া হবে। এছাড়া শুধুমাত্র ঢাকা বোর্ডের অধীন ১৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ হাজার ৯শ' ৪৯ জন ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। ঢাকা বোর্ডের নিয়মিত পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৭৩ হাজার ৪শ' ৬ জন এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৮শ' ৬৫ জন। ঢাকা মহানগরীতে বিভিন্ন বিভাগে ২০ হাজার ২শ' ৬৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ২০ হাজার ২শ' ৩২ জন ছাত্র ও ১৩ হাজার ৭শ' ৪৮ জন ছাত্রী।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা যাতে সারাদেশে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য যথাযথ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ইতিমধ্যেই দেশের সকল জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন। জেলা প্রশাসক ও ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণকে পরীক্ষা কেন্দ্রে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সময়সূচী ও নির্দেশনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধান করতে এবং শান্তিপূর্ণ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের অন্তরায় সৃষ্টিকারী অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

কোন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোন শৈথিল্য দেখা গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসককে বলা হয়েছে। এছাড়া কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না হবার রিপোর্ট পাওয়া গেলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের, অথবা অভিযুক্ত শিক্ষকের টিচার্স বেনিফিট এমনকি সংশ্লিষ্ট স্কুলের গ্রান্ট বন্ধ করে দেয়া হবে বলে শিক্ষা সচিবের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করলে অথবা সুষ্ঠু পরীক্ষা পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) অধ্যাদেশের ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং ধারা মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।

বোর্ড অফিসে অপ্রীতিকর ঘটনা

গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে একদল যুবক নরসিংদী জেলার পলাশ শিল্পাঞ্চল কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের দাবীতে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে চড়াও হয়। যুবকদল পলাশ শিল্পাঞ্চল কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা দিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কর্তৃপক্ষ তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করলে যুবকরা তাদের লাঞ্ছিত করার হুমকি দেয় বলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অভিযোগ করেছেন। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লালবাগ থানায় একটি ডাইরী করা হয়েছে। এই কলেজ থেকে এ বছর ৩শ' ৯৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। তাদের নরসিংদী কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার কথা।

শেষ মুহূর্তের তদবির

পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক হারে গণটোকাটুকি ও শৃংখলা ভংগের অভিযোগে এ বছর ঢাকা বোর্ডের অধীন ৬টি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। এ সকল বাতিল ঘোষিত পরীক্ষা কেন্দ্রের বাতিল আদেশ প্রত্যাহার ও কিছু নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের দাবীতে বিভিন্ন এলাকার উপজেলা চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ গতকাল পর্যন্ত বোর্ড অফিসে তাদের তদবির অব্যাহত রাখেন। এসকল তদবিরকারীর চাপে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে গত বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত জাতীয় সংসদ ভবনে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করতে হয়েছে। তবে নতুন করে কোন পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয় থেকে কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য বলা হয়েছে।